বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৭ মে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, এবারের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষ সমতায়ন'

ঢাকা, ১৫ মে ২০২৫।

আগামী ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস। প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটিকে বৈশ্বিকভাবে উদযাপন করা হয়। ১৮৬৫ সালের ১৭ মে ফ্রান্সের প্যারিসে আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণে ইন্টারনেট এবং অন্যান্য প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ১৭ মে সকল সদস্য রাষ্ট্র বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উদযাপন করে থাকে। এ উপলক্ষ্যে ITU সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, শোভাযাত্রা, ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ, পাবলিক ক্যাম্পেইন, প্রদর্শনী ও হ্যাকাথন হয়ে থাকে।

এ বছর আইটিইউ-এর ১৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দিবসটির প্রতিপাদ্য "ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষ সমতায়ন" (Gender equality in digital transformation)। এ প্রতিপাদ্যটি কেবল যেন একটি বার্তা নয়; বরং প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের বলিষ্ঠ পটভূমি গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ আহবান। প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতিটি ধাপে "মানুষই হবে কেন্দ্রবিন্দু"-নারী বা পুরুষ নয়।" আমাদের নীতিমালাগুলো এমন হতে হবে, যেখানে প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল পরিবেশ হবে নিরাপদ, সক্ষমতাবর্ধক এবং প্রণোদনামূলক।

দিবসের প্রতিপাদ্য ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট:

আজকের রূপান্তরশীল বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতীক নয়-এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং মানবিক উন্নয়নের এক শক্তিশালী মাধ্যম। অথচ আজও বিশ্বে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেটে বঞ্চিত, যাদের একটি বড় অংশ নারী ও কিশোরী। ডিজিটাল পরিমণ্ডলে তাদের অনুপস্থিতি মানে শুধুই প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের চাকা থেকে পিছিয়ে পড়া।

একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী ৭০ ভাগ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও নারীদের মধ্যে এই হার মাত্র ৬৫ ভাগ, যার ফলে অনলাইনে সক্রিয় পুরুষের সংখ্যা নারীদের তুলনায় প্রায় ১৮৯ মিলিয়ন বেশি। অনেক উন্নত দেশে পুরুষ-নারীর মাঝে ডিজিটাল বৈষম্য কমে গেলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে (এলডিসি) এটি আরো বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে ৪১ ভাগ পুরুষের তুলনায় মাত্র ২৯ ভাগ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে মাত্র ২১ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, বিপরীতে উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ শতাংশে-যা বৈশ্বিক ডিজিটাল বৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

(ITU)-Connect 2030 এজেন্ডার লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহার এবং মোবাইল ফোন মালিকানায় নারী-পুরুষের সমতায়নে একটি বিশেষ লক্ষ্যের রূপরেখা প্রণয়ন। যদিও বিশ্বব্যাপী উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন পেশার ৪০ ভাগ নারীর দখলে, তবুও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে তাদের অংশগ্রহণ এখনও কম। সফটওয়্যার উন্নয়ন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা এবং নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ স্তরে নারীরা প্রায় অনুপস্থিত। পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট চাকরি ছেড়ে দেয়ার হারও বেশি।

নারীদের কেবল প্রযুক্তিতেই প্রবেশাধিকারে নয় বরং ক্রয়ক্ষমতা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়ে গেছে। সাশ্রয়ী ইন্টারনেট, ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের আরও এগিয়ে নিতে সরকার, বেসরকারি খাত এবং সমাজের যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য। ডিজিটাল রূপান্তর তখনই সফল হবে, যখন তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণ বয়ে আনবে।

যখন নারীরা ডিজিটাল রূপান্তর থেকে সুবিধাভোগী হোন এবং এ রূপান্তরে অবদান রাখেন, তখন উদ্ভাবন বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর সামাজিক সংহতির মাধ্যমে জাতিসমূহ শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আইএমএফের মতে, শ্রমবাজারে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা গেলে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলিতে জিডিপি ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ:

দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে বিটিআরসি কার্যালয়ে যেখানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনসহ দিবস সর্ম্পকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে টেলিযোগাযোগ খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন-সরকার, রেগুলেটর, উদ্যোক্তা, একাডেমিয়া এবং বিশেষজ্ঞ-এর সমন্বয়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে। দিবস উপলক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর এর আয়োজনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় কর্তৃক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ। এছাড়া, টেলিযোগাযোগ খাতের উদ্যোক্তা ও লাইসেন্সিদের সমন্বয়ে বিটিআরসির প্রাঙ্গনে মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি টিমে ৪ জন করে মোট ৩৫টি টিম আগামী ১৬ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালে অংশ গ্রহণ করবে। টেলিযোগাযোগ খাতে দেশ ও বিদেশে বিশেষ অবদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি/দলকে সম্মাননা দেওয়া হবে। এছাড়া, জুলাই আন্দোলনে আহত বীরদের বিশেষ ডিভাইস সরবরাহ করা হবে।

বাংলাদেশ সচিবালয় (ভিতর ও বাহিরে), প্রেসক্লাব, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের কার্যালয়, বিজয় সরণি থেকে সামরিক যাদুঘর ও আগারগাঁও (বিটিআরসি কার্যালয় এর প্রবেশ পথ) পরিবেশ বান্ধব ব্যানার এর মাধ্যমে সজ্জিত করা হবে। দিবসের প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন টেলিভিশনে টকশো আয়োজন, জাতীয় দৈনিক ও অনলাইনসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং বিসিএস (টেলিকম) সমিতি কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে।

WTISD এর পটভূমি:

১৮৬৫ সালে আইটিইউ প্রতিষ্ঠার ১০৪ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে (ITU) এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ১ম 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস' উদযাপিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে 'বিশ্ব তথ্য সংঘ সম্মেলন" (WSIS) এর ১ম পর্ব এবং ২০০৫ সালে তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে সম্মেলনের ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য সমাজ গঠন করা।

২০০৬ সালের ১৭ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ "বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস" (World Information Society Day) হিসেবে ১৭ মে দিনটি ঘোষণা করে। ২০০৬ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আনতালিয়ায় "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস" ও "বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস" - একত্র করে "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস" হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দিবসটি (ITU)-এর ১৯৩টি সদস্য দেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।
দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)
২। প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ; ঢাকা।
৩। হেড অব নিউজ/চিফ রিপোর্টার/ অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর;
বার্তাসংস্থা/টেলিভিশন চ্যানেল/ অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় উপস্থিতি ও অবগতির জন্য

১। সচিব, বিটিআরসি।
২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
৩। অফিস কপি।

অনুরোধক্রমে

১৫/০৫/২০২৫

মো: জাকির হোসেন খাঁন
উপ-পরিচালক (মিডিয়া)
মোবাইল: ০১৫৫২২০২৮৪০
zakirkhan@btrc.gov.bd